# আমর ইবনুল আস ইবনে ওয়াইল আল-কুরাশি আস-সাহমি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহ।

মক্কার এক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার কাজে জেরুজালেম সফরে এসেছেন। এই সফরে একদিন তিনি পাহাড়ে নিজ বাহন উট চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন এক পাদ্রী ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত হয়ে কাতরাচ্ছে। ব্যবসায়ী এগিয়ে তাকে পানি পান করিয়ে জীবন বাঁচালেন। পাদ্রী তৃষ্ণা মিটিয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমন্ত অবস্থায় কোত্থেকে এক বিশাল সাপ ফণা তুলে এগিয়ে আসলো পাদ্রীকে ছোবল দিতে। কোনো আরব যাকে পানি পান করায় তার প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়ে নেয়। তাই আরব ব্যবসায়ী এবার সেই সাপটিকে প্রবল সাহসিকতায় মেরে ফেলে পাদ্রীর জীবন দ্বিতীয়বারের মত বাঁচালেন। শব্দ শুনে সে ঘুম থেকে উঠে গেলো। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে দ্বিতীয়বারের মত বাঁচানোর কারণে সে যারপরনাই আনন্দিত হয়ে ব্যবসায়ীর মাথায় চুমু খেলো।

জিজ্ঞেস করলো: *তোমরা আরবরা মৃত্যুপণ হিসেবে কী দাও?*

ব্যবসায়ী বললেন: *আমরা একশত উট দিই।*

পাদ্রী বললো: *যেহেতু তুমি আমার দুইবার জীবন বাঁচিয়েছো তোমাকে আমি দুটো মৃত্যুপণ সমপরিমাণ পুরষ্কার দিতে চাই। কিন্তু আমরা তো উটের কারবার করি না। আমাদের হিসাবনিকাশ সব দিনার দিরহামেই হয়। আর আমিও জেরুজালেমের মানুষ না। আমি আমার এক মানত পূর্ণ করতে জেরুজালেমে এসেছিলাম। আমার মূল এলাকা মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া। তুমি আমার সাথে মিশর চলো। আমি তোমাকে সেখানে গিয়ে পুরষ্কৃত করব।*

ব্যবসায়ী পাদ্রীর সাথে মিশর এলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার দরবারে প্রবেশ করে শাসকদের জাঁকজমকে তিনি বড়ই চমৎকৃত হলেন। পাদ্রীরও বেশ নামডাক ছিলো। তাই তিনিও পাদ্রীর সাথে অভিজাত পরিবারের এক আনন্দঘন মুহূর্তে অংশ নিলেন।

সেখানে তারা একটা খেলা খেলছিলো। একটা স্বর্ণের গোলাকৃতি বস্তু উপর দিকে ছুড়ে মারা হচ্ছিলো এবং সবাই নিজ নিজ জামার কোঁচড় মেলে ধরছিলো। যার কোলে এসে বস্তুটা পড়বে তার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হতো যে সে ভবিষ্যতে মিশরের শাসক হবে। তো এই খেলায় ব্যবসায়ী অংশ নেয়ার পর দেখা গেলো কয়েকবারই বলটা তার কোলেই এসে এসে পড়ছে। সবাই তো খানিকটা অবাক হয়ে গেলো।

পাদ্রীর কাছে জানতে চাইল এই বেদুইনটা কে? পাদ্রী সবিস্তারে সবকিছু খুলে বললে সবাই তাকে সম্মান করে ভালোভাবে পুরষ্কৃত করে বিদায় দিল।

ঘটনা এখানেই শেষ হতে পারতো। ব্যবসায়ীও আর কখনোই ভাবেননি যে এমন আজগুবি খেলাও হতে পারে। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি। খেলা যমিনে হলেও আসমানে কিছু একটা লেখা হয়ে গিয়েছিলো।

এই সফরেরও বহু বছর পরের *কথা*/উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত চলছে। দরবারে খিলাফতে আমাদের এই ব্যবসায়ী দাঁড়িয়ে আছেন। এখন তিনি আর ব্যবসায়ী নন। মুসলিম বাহিনীর তুখোড় সেনাপতি এবং যুদ্ধের ময়দানের ঘাঘু জেনারেল। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি বিভিন্ন গোত্রীয় যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে ছিনিয়ে এনেছেন বিজয়। ছিদ্দিকে আকবরের খেলাফতকালে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলমানদের পদানত করেছেন। আজ তিনি ফারুকে আজমের দরবারে এসেছেন মিশর অভিযানের অনুমতি নিতে। ছিদ্দিকে আকবরের সময়ও চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি শামের বিহিত না হওয়া পর্যন্ত নতুন ব্যাটলফিল্ড খুলতে চাননি।

ততদিনে আমাদের এই ব্যবসায়ী সেনাপতির কম্ব্যাট এক্সপেরিয়েন্স অনেক উচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে। এখন তিনি নিশ্চিত যে শুধু মিশরে পা রাখা বাকী। বাকী মানচিত্র তার চোখে আগেই আঁকা।

পাঠক! তিনি আর কেউ নন। আমাদের মহান বীর সেনাপতি ও মিশর বিজেতা গভর্ণর *আমর ইবনুল আস ইবনে ওয়াইল আল-কুরাশি আস-সাহমি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহ*। এক

মহান সাহাবী যিনি কুরাইশদের প্রথম সারির নেতাদের একজন এবং একইসাথে জ্ঞানী কবি ও ইসলাম পরবর্তী সময়ের মুহাদ্দিস ও আল্লাহর রাসূলের প্রিয় সাহাবী। আল্লাহ তায়ালা এমনসব গুণ আমরের মাঝে একত্রিত করেছিলেন যে দেরীতে ইসলাম গ্রহণ করেও তিনি যেন পুষিয়ে দিয়েছিলেন সবকিছু।

আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে তার জীবনী নিয়ে একটা বড় বই লিখে ফেলা যাবে। আমার নাপাক কলম কতই বা ধারন করতে পারে সেই মহান জলাধারের! যার পুরোটাই বরকতের সরোবর!

আমর জাহিলী যুগেও ছিলেন প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবান। জাহিলী যুগের কবিরা যেখানে এর ওর বদনাম করে কবিতা লিখে দুপয়সা আয় রোজগার করত সেসময় আমর এত বাগ্মী কবি ও সুবক্তা হয়েও এসব করতেন না। তিনি কসাই কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন। আরব কুলীন বংশ হওয়ায় সকলেই সমীহ করে চলত তাকে। এমনকি আন্তজার্তিক পর্যায়েও তার যোগাযোগ ছিলো সেসময়। আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশী পর্যন্ত ইবনুল আসকে বন্ধু বলে ডাকতেন।

আসের এই পুত্র আমরের ইসলাম গ্রহণ বড় সুন্দর ছিলো। আবিসিনিয়ায় ব্যর্থ হয়ে ফেরার পর থেকেই তিনি ভাবছিলেন ইসলাম কবুলের কথা। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও উসমান ইবনে তালহাকে সাথে নিয়ে নববী দরবারে উপস্থিত হোন তখন হুযুর এত খুশী হয়েছিলেন যে আশেপাশের সাহাবীদের বলছিলেন: *দেখো দেখো! মক্কা তার কলিজার টুকরোদের তোমাদের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে!*

ঈমান আনার পূর্বমুহূর্তে দেখা গেলো সবাই বাইয়াতের জন্য হাত বাড়ালেও আমর হাত বাড়াচ্ছেন না। সবাই জানতে চাইল কারণ কী। তিনি বললেন:

*ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আগের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে - এই কথা দিন আমাকে আগে। এই শর্তে আমি ঈমান আনব।*

আহা! কত আবেগ! দ্বীনের জন্য কী অপূর্ব তামান্না! আল্লাহর রাসূল খোশখবরি দিলেন। ইসলাম ও হিজরত আগের সব গুনাহ মুছে দেবে। এরপর আমর বাইয়াত দেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইবাদত ও নফল রোযায় লেগে থাকতেন।

আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হাই প্রোফাইল নেগোশিয়েটর এবং প্র্যাগমেটিস্ট সেনাপতি। ইসলামপূর্ব সময়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করা মুসলমানদের ফিরিয়ে আনতে নেগোশিয়েশনের জন্য তাকে পাঠিয়েছিলো কুরাইশরা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের ইসলামপূর্ব গুণগুলোকে ইসলামের পর পরিমিত পদ্ধতিতে কাজে লাগাতেন। তাই ইসলামের পরেও রাসূল তাকে বনু হুজাইল গোত্রের 'সুওয়া' মূর্তি ভাঙার জন্য পাঠান। আমর সেখানে গিয়ে বিনা রক্তপাতে মূর্তি ভেঙে শিরকের অসারতা প্রমাণ করে প্রধান পুরোহিতকেই মুসলমান বানিয়ে ফেলেন। ওমানের দুই শাসক আব্বাদ ও জায়ফারের কাছে রাসূলের ডিপ্লোম্যাট হয়ে গিয়ে সেখানে তাদেরকে কুটনৈতিক পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বিনা রক্তপাতেই মুসলমান বানিয়ে ফেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরের উপর এতটাই আস্থা রাখতেন যে যাতুস সালাসিল অভিযানে আবু বকর-উমর ও আবু উবাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের মত সাবিকুনাল আওয়ালুন সাহাবাদেরকে তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে পাঠান এবং তার আদেশ মেনে চলার নির্দেশ দেন। এমনকি রাসূল তাকে নিজে ডেকে এনে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন: আমর! আমি তোমাকে সেনাপতি বানাতে চাচ্ছি। তুমি গণিমতও পাবে সম্মানও পাবে।

আমর এই আস্থা ধরে রেখেছিলেন। রাসূল পরবর্তী সময়গুলোতে তার ঘোড়ার খুর ধুলো উড়িয়েছিলো ইয়ারমুক থেকে আযনাদাইনের প্রান্তরে। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন- দামেস্ক, ফাহল, বিসান, তিবরিয়া, গা য যা, নাবলুস, লুদ, ইয়াফা, রাফাহ সর্বত্র নাকানি চুবানি খাইয়েছিলেন রোমানদের জাঁদরেল সেনাপতিদেরকে। তার বীরত্বে ফারুকে আজম পর্যন্ত বলতেন:

আবু আব্দুল্লাহর জন্য পৃথিবীতে সেনাপতি ছাড়া অন্য কোনো পরিচয়ে হাঁটা মানায় না। রিদ্দাহর যুগ থেকে আমীরে মুয়াবিয়ার যুগ সবসময়ই জিহাদের পথে কাটানো এই অগ্রসেনানীর মধ্যে ছিলো না বিন্দুমাত্রও অহংকার। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। একবার কাবা তাওয়াফ করার সময় কুরাইশদের কিছু লোক তাকে দেখে আলোচনা করছিল যে, তার ও তার ভাই হিশামের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। তাওয়াফ শেষে তিনি তাদের কাছে গিয়ে বলেন:

*আমি জানি আপনারা আমাকে দেখে কিছু বলছিলেন। আমরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং উভয়েই আল্লাহর কাছে শাহাদাত চেয়েছিলাম। সকালে আমার ভাই তা লাভ করেছে আর আমি বঞ্চিত হয়েছি। এতেই আমার ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।*

মিশরের কারাফায় তিনি শুয়ে আছেন উকবা ইবনে আমির আল জুহানীর সাথে। আমি যখন এই মর্দে মুজাহিদের আরামগাহর সামনে দাঁড়াই তখন আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম সেই তলোয়ারের ঝনঝনানি যে তলোয়ার আমরের হাতে শোভা পাচ্ছিল। কল্পনায় যেন দেখছিলাম আলেকজান্দ্রিয়ার সেই খেলা যেখানে তাকদীর আমরের কপালে মিশরের বাদশাহ হওয়া লিখে দিয়েছিলো।

ইন্তিকালের সময় কাঁদছিলেন আমর। কেন? কারণ তিনি তো চেয়েছিলেন আল্লাহর কাছে কপর্দকশূণ্য অবস্থায় যেতে। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে কিছু সম্পদ যে জমে গেছে! এরজন্য যদি আল্লাহ আবার জবাবদিহিতা চান তাহলে কী হবে এই ভেবে আমরের চোখে অশ্রু গড়াচ্ছিলো। অসিয়ত করেছিলেন যেন তাকে হাজীদের গমনপথে দাফন করা হয়। যেন আল্লাহর ঘরের মেহমানদের পায়ের বরকতময় শব্দের সাথে দুআও যায় তার আরামগাহে।

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়ারদ্বাহ

https://www.facebook.com/share/19sx4pwvyb/